সফটওয়্যারের মানোন্নয়ন ও ব্যাপক প্রসারে থাইল্যান্ড জুড়ে সাজ সাজ রব

কমপিউটার জগতের নির্বাহী সম্পাদক আজম মাহমুদ সম্প্রতি থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও জাপান সফর করেন। তার এই সফরের অভিজ্ঞতায় রচিত হয়েছে প্রতিবেদনটি।

থাইল্যান্ডের ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক্স ও কমপিউটার প্রযুক্তি কেন্দ্রের (NEC-TEC) উদ্যোগে অক্টোবরের মাঝামাঝি "ট্রেন্ডস অফ থাইল্যান্ড'স সফটওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেন্ট" এ শীর্ষক একটি সেমিনারে বক্তরা বড় আকারে দক্ষ জনশক্তি ও বাজার গড়ে তোলা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা সুর্নিদিষ্টকরন, আরো অধিকহারে প্রযুক্তি আহোরণ ও তার সদ্ব্যবহার এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের মান নির্ধারণ এবং তার পরিস্কার ব্যাখ্যা দাবী করেছে।

তারা বলেছে যে থাইল্যান্ডের উচিত সফটওয়্যারের বিকাশের জন্য একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা। তাদের অন্যতম সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ডাটাম্যাটের মালিক মানো ওর্ডিডোলচেষ্ট বলেন সফটওয়্যারের প্রকার ভেদের উপর নির্ভর করে এগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং এদের কাজের প্রকৃতিও ভিন্নতর। সফটওয়্যারের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কি ধরনের সফটওয়্যার উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন এটি বোঝা জরুরী।

তিনি মুখ্য বক্তা হিসেবে বলেন যে, থাইল্যান্ডের আভ্যন্তরীন সফটওয়্যার বাজার বিশাল এবং এটির নিরবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে যা ইন্দোচীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে অনায়াসে।

থাই সরকার এই সম্ভাবনাকে কার্যকরী করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি উন্নয়ন অন্তর্ভূক্ত করেছে যাতে নতুন থাই প্রজন্ম কমপিউটার প্রযুক্তি সাচ্ছন্দভাবে অনুধাবন করে নিজস্ব বিশ্লেষন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

থাই কমপিউটার নেতৃবৃন্দ চাচ্ছেন যে প্রথমে নিজস্ব আভ্যন্তরীন বাজারের উপযোগী সফটওয়্যার উন্নয়নে উৎসাহিত করার জন্য সরকার একটা সুস্পষ্ট নীতি ঘোষনা করুক যাতে করে স্থানীয় প্রোগ্রামারদের বিশ্লেষন ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তারা বলছেন যে এই নীতিতে কেবল মাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের কথা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সরকারকে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরীর ক্ষেত্রে দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানী সমূহকে নিয়োগ করতে হবে। তারা বলছেন যে থাইল্যান্ডের সফটওয়্যার গবেষনা ও উন্নয়নের পেছনে সরকার বছরে যদি প্রায় ৬০০ থেকে ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে তবে থাই সফটওয়্যার শিল্পের উজ্জীবন ঘটবে প্রার্থিত গতিতে।

তারা চাচ্ছেন যে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকবে যেটি শুধুমাত্র সফটওয়্যার উন্নয়নের মান নিয়ন্ত্রন ও ব্যাখ্যা প্রদান করবে, আরেকটি প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যারের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহিত করবে এবং সফটওয়্যার উদ্যোক্তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন সুবিধা প্রদান করবে।

থাইল্যান্ডের লার্ড ক্রাবাং-এ অবস্থিত রাজা মোংকুত ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজীর তথ্য প্রযুক্তি অনুষদের প্রধান ডঃ অনুফব ক্রিলাপ বলেন যে সফটওয়্যার শিল্প হার্ডওয়্যার শিল্প থেকে সম্পূর্নভাবে আলাদা। সফটওয়্যার শিল্পে মোট উৎপাদন ব্যয়ের ৫০% হচ্ছে জনশক্তি খরচ। তবে আরো অধিক হারে উচ্চ দক্ষতার প্রোগ্রামার আসলে থাইল্যান্ডের সফটওয়্যার উৎপাদন ব্যয় অনেক হ্রাস পাবে অদূর ভবিষ্যতে।

সফটওয়্যার উন্নয়নে বিশেষ সরকারী পদক্ষেপ

থাইল্যান্ড সরকার ঘোষনা করেছে যে সরকারী ও বেসরকারী সফটওয়্যার কাজে যদি কোন কোম্পানী উন্নয়ন ও গবেষনামূলক কৃতিত্বের মাধ্যমে সেখানকার সফটওয়্যার শিল্পে বড় ধরনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে তবে সেই কোম্পানীগুলো বিশেষ উৎসাহমূলক কাজে ৫০% পর্যন্ত আয়কর রেয়াত পাবে। এই নতুন ঘোষিত আয়কর রেয়াতে কোন ধরনের গবেষনা ও উন্নয়নমূলক সফটওয়্যার কাজ পেতে পারে তা নির্ধারনের জন্য সরকার একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিন করবে।

রাজস্ব বিভাগের মহা পরিচালক এম.আর.সি. সোনাকুল বলেন যে এই বিশেষ কর উৎসাহের ফলে প্রাইভেট সেক্টরে গবেষনা ও উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং প্রযুক্তির নবতর প্রবৃদ্ধি ঘটবে। যে সব সাধারন থাই কোম্পানী সরকারী সফটওয়্যার উন্নয়ন ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানকে বা একটি প্রাইভেট সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করবে তারা এই ৫০% কর রেয়াতের সুযোগ পাবে। উন্নয়ন ও গবেষনা বাবদ তাদের প্রকৃত খরচের সাথে তারা আরো অতিরিক্ত ৫০% খরচ কাগজে কলমে দেখাতে পারবে, যাতে করে তাদের মোট কর প্রদান হ্রাস পাবে। সোনাকুল এই আইনের আরো ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন যে উন্নয়ন ও গবেষনার জন্য ব্যয় করা প্রতি ১০০ ভাটের (থাই মুদ্রা) বিপরীতে কোম্পানী সমূহ ১৫০ ভাট খরচ দাবী করতে পারবে। এতে করে মোট বিনিয়োগের উপর তারা ৫০% কর রেয়াত পাবে। যে সব কোম্পানী একটি সফটওয়্যার উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজস্ব বিভাগে নাম নিবন্ধিত করতে চায় তারা ১০ অক্টোবরের পর থেকে তা করতে পারবে। প্রথম সারির থাই সফটওয়্যার কোম্পানী ডাটাম্যাটের মালিক মানো ওরর্ডিডোলচেষ্ট বলেন এই উন্নয়ন গবেষনা কর উৎসাহের ফলে থাইল্যান্ডে কমপিউটার সফটওয়্যার শিল্প বিকাশের এক বিরাট সুবিধা পাবে।

থাইল্যান্ডে ইডিএস

ব্যাংকিং খাতে থাইল্যান্ড সরকারের ক্রমবর্ধমান বিধি শিথিলকরণ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে থাই ব্যাংক সমূহ এখন সর্বশেষ তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বড় এক লাফে (leapfrog) কাগজ ভিত্তিক বর্তমান অবস্থা থেকে কাগজ বিহীন স্বয়ংক্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উত্তরনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আগামী পাঁচ বছর ব্যাপী স্থায়ী এই পরিবর্তনের অধ্যায়ে থাইল্যান্ডের প্রধান ব্যাংকগুলোকে তাদের সেরা ও উন্নততর পন্য সম্ভার দিয়ে সমৃদ্ধতর করার জন্য বিশ্বের সেরা তথ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ভিত্তিক ইলেক্ট্রনিক ডাটা সিষ্টেমস (ইডিএস) জোট বেঁধেছে থাইল্যান্ডের অন্যতম কমপিউটার প্রতিষ্ঠান সাহাভিরিয়া অফিস অটোমেশন গ্রুপের সাথে। তাদের এই যৌথ প্রতিষ্ঠানটির নাম SV-EDS টেকনোলজী সার্ভিসেস কোম্পানী (SETS)।

ব্যাংককের জাতিসংঘ সম্মেলন কেন্দ্রে অক্টোবরের শেষে একটি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডের ন্যাশানাল ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমপিউটার টেকনোলজী সেন্টারের (NEC-TEC) উদ্যোগে।

ইন্টারনেটের আন্তর্জাতিক কমপিউটার নেটওয়ার্কের সাথে এনইসি-টিইসি-র রয়েছে একটি সংযোগ (Node)। সম্মেলনে তাদের নিবন্ধ সমূহ ছিল ইন্টারনেটের ঔশ্বর্য্য, তাদের সর্বশেষ প্রকল্প একটি উচ্চ-মানের কমপিউটার ল্যাবরেটরী। এই সম্মেলনে ৪৫টির বেশী কমপিউটার গবেষনা ও উন্নয়ন (R&D) প্রকল্পের বিস্তারিত টেকনিক্যাল বিবরণ পাঠিত হয়।

সফটওয়্যার কপিরাইট আইন

সফটওয়্যার নকল প্রতিরোধের জন্য থাইল্যান্ড যে কপিরাইট বিলটি প্রনয়ন করেছে তা পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভের পর এখন রাজকীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বার্ন (সুইস রাজধানী) কনভেনশনের সদস্য হিসেবে থাইল্যান্ড ইনট্যালেকচুয়াল প্রোপ্রার্টি রাইট সংরক্ষনে আইন পাসে বাধ্য। এজন্য তারা সাধারণ জনগন থেকে পুলিশ, আইনবিদ থেকে বিচারক পর্যন্ত আইন সংশ্লিষ্ট সবাইকে সফটওয়্যার প্রযুক্তির উপর প্রয়োজনীয় বড় ধরনের মৌলিক প্রশিক্ষনের উদ্যোগ নেবে। থাইল্যান্ডের ইনট্যালেকচুয়াল প্রোপ্রার্টি (আইপি) ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ আগেই এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ইনট্যালেকচুয়াল প্রোপ্রার্টি আদালত। এই আদালত গঠিত হবে দু'জন বিচারক এবং একজন অতিরিক্ত বিচারক নিয়ে। শেষোক্ত জন হবেন সফটওয়্যার, ট্রেডমার্ক ও

বায়ো-কেমিষ্ট্রি বিষয়াদির ওপর একজন বিশেষজ্ঞ।

স্থানীয় সফটওয়্যার উদ্ভাবনকারীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে আইপি ডিপার্টমেন্টে তাদের কাজগুলোকে রেকর্ড করতে যাতে ভবিষ্যতে আইনগত ব্যবস্থা পর্যন্ত গড়ালে তারা আইনের আনুকল্য লাভ করতে পারে।

এশিয়ায় সফটওয়্যার বিক্রি বাড়ছে দ্রুত

সানফ্রান্সিসকো ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রকাশক সমিতি ঘোষনা করেছে যে ব্যাপক নকল সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় সফটওয়্যার বিক্রি তিন গুন গতিতে বাড়ছে। ১৯৯৪ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই দুই বাজারে বিক্রীর পরিমান প্রায় ৮৭৮ কোটি টাকা, গত বছরের এই একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধির পরিমান ৪৬% এরও বেশী। এর মধ্যে এশিয়া প্রশান্ত মহসাগরীয় এলাকায় বিক্রি হয় প্রায় ৭২৬ কোটি টাকা (প্রবৃদ্ধি ৪৭%)।

১৯৯৪ সালের প্রথমার্ধে এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বিক্রি হয় প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার সফটওয়্যার। ১৯৯৩ সালের প্রথমার্ধের তুলনায় প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫০%।

গনচীন হবে বিশ্বের অন্যতম কমপিউটার বাজার

বেইজিং ভিত্তিক 'মার্কেট' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক জরিপ থেকে জানা গেছে যে এই শতাব্দীর শেষে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কমপিউটার বাজার হবে গনচীন। ১৯৯৪ সালে সেখানকার বাজার বাড়বে ৫০%। অর্থাৎ মোট পিসি বিক্রি হবে ৫,৫০,০০০টি। এতে করে গনচীনে মোট পিসির সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯ লক্ষে। এই জরিপ পূর্বভাস দিয়েছে যে ১৯৯৫ সালে গনচীনে ৭২০,০০০ কমপিউটার এবং ১৯৯৬ সালে ১০ লক্ষ কমপিউটার বিক্রি হবে।

ডিজিটালের সহায়তা কেন্দ্র

ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকায় তাদের ক্রমবর্ধমান পিসি ব্যবসাকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরে একটি পিসি সংযোজন ও বিতরন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা ঘোষনা করেছে। এই কেন্দ্র পুরো অঞ্চল জুড়ে বিতরণ ছাড়াও ক্রেতাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেশিনের স্বল্প সংখ্যক অর্ডারও সরবরাহ করবে।

ডিজিটালের ISO-9000 সার্টিফিকেট প্রাপ্ত তাইওয়ান কারখানা থেকে পাঠানো পিসির মূল অংশের সাথে হার্ডড্রাইভ, সাইন্ড কার্ড এবং মনিটর সংযোজনের পেছনে এই কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে প্রতি বছর প্রায় ৮২ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

কমপউটার প্রদর্শনী

কমপিউটার এসোসিয়েশন অফ থাইল্যান্ডের উদ্দ্যোগে ৮ থেকে ১১ ডিসেম্বর কমপিউটার থাই '৯৪ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে ব্যাংককের রানী সিরিকিত জাতীয় কনভেশন কেন্দ্রে। এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় থাকবে থাই ট্রেড ফেয়ার কর্তৃপক্ষ।

থাইল্যান্ডের সর্বশেষ কমপিউটার অগ্রগতির উপর একটা বাস্তব ধারনা লাভের জন্য বাংলাদেশ *কমপিউটার সমিতি ও কমপিউটার পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির একটি যৌথ প্রতিনিধি দলের এই প্রদর্শনীতে সরকারী মর্যাদায় পরিদর্শন করা উচিত।*

আজম মাহমুদ

সংশোধনী

গত সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে মিঃ বার্ণার্ডের পরিচয় ভুল ছাপা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মিঃ বার্ণার্ড কেমপ্টন ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োজিত এবং ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভেনিউয়ের কাস্টম কমপিউটারাইজেশন প্রকল্পে চীফ টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

স.ক.জ

পাঠকের প্রতি

কমপিউটার বিষয়ক আপনার যে-কোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, আইডিয়া, সফটওয়্যার টিপ্‌স, মতামত বা পুস্তক সমালোচনা লিখে পাঠালে আমরা তা কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো। ছাপানো লেখার জন্য লেখকদের যথাযথ সম্মানী দেয়া হয়। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

ACT

ADVANCED COMPUTER TECHNOLOGY

Computer Dealers, Trainers, Services

FOR TOTAL SOLUTION

(ORGANIZED BY A GROUP OF QUALIFIED ENGINEERS)

WE MIGHT NOT BE THE BEST BUT WE INTEND TO BE THE BEST BECAUSE WE TRY HARDER THAN OTHERS

WE WELCOME YOU TO VERIFY AND ASURE YOU OF OUR BEST SERVICES.

- √ HARDWARE SALES AND SUPPORT
- √ COMPUTER MAINTENANCE AND SERVICING
- √ SOFTWARE TRAINING
- √ ACCESSORIES (RIBBON, DISK, PAPER, CARDS ETC.)
- √ COMPUTER HARDWARE MAINTENANCE, TROUBLE SHOOTING AND ASSEMBLY TRAINING (FULL COURSE)

CRAZY SALE!!! CRAZY SALE!!!

A HIGHER CONFIGURED BUT APRICE YOU CAN AFFORD!!!

80386SX-40
2MB RAM
210MB HARDDISK
MONO VGA MONITOR
3.5" FLOPY DRIVE
101 KEYS KEYBOARD
WITH ONE YEAR FULL WARANTY.

Tk. 34,000/=

HOUSE # 07 (NEW) # 47(OLD), ROAD # 03, DHANMONDI R/A DHAKA-1205
TELEPHONE : 866428 FAX : 880-02-867285